দৈনিক ইত্তেফাক

৪

তারিখ 30 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 5

ফরিদপুরে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ।। গুলীবর্ষণ

ফরিদপুর, ২৯শে জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)— ফরিদপুরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের উপর পুলিশ গুলীবর্ষণ করিয়াছে। ছাত্র ও পুলিশের মধ্যকার কয়েক ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষের সময় জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও সার্কিট হাউস আক্রান্ত হয়। ১৫ জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র বুলবুল পুলিশের গুলীতে আহত হয়। পুলিশী নির্যাতনের অভিযোগে আজ ফরিদপুরে অর্ধ দিবস হরতাল ডাকা হইয়াছে। পুলিশ ৭ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করিয়াছে।

ফরিদপুর সরকারী রাজেন্দ্র কলেজের নির্বাচন হঠাৎ করিয়া পিছাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

ফরিদপুর সরকারী রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংসদের নির্বাচন প্রথমে ৩০শে জুলাই

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ

(১ম পৃঃ পর)

এবং পরে ইহা পরিবর্তন করিয়া ১লা আগষ্ট নির্ধারণ করা হয়। আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা হইতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতরের মহাপরিচালক এক তারবার্তায় ঈদুল আযহার পর সুবিধাজনক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে জানান। ইহা কলেজের ছাত্ররা জানিতে পারিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং মিছিল বাহির করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মিছিল জেলা প্রশাসক, সার্কিট হাউসে গিয়া ভাংচুর করে। পরে এই মিছিলটি উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিসে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে জেলা জজ, জেলা পরিষদ ও রূপালী ব্যাংকের তিনটি গাড়ী ভাংচুর করে।

মিছিলটি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অফিসে পৌছিয়া ইহাতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এখানে এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। কয়েক দফা লাঠি চার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের পর অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলী বর্ষণ করে।

আহত ছাত্রদের হাসপাতালে দেখিতে যাওয়ার পর পুলিশ বাধা দিলে পুনরায় ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে এবং পুলিশ এখানে ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে।

আজ সন্ধ্যানাগাদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হইলেও শহরে উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে।